

THE COST OF A GENERATION

Carrying the Name Forward



Ferdinando Frega – Nando the Scribe

Gillettenarrative.com

GILLETTE: এক প্রজন্মের দাম

আজকের দিনটা আর পাঁচটা দিনের মতো ছিল না। এ ছিল এমন এক সময়, যার পুরোটা জুড়ে আমি বাবার অনুপস্থিতির শোক করেছি। ভেবেছি, দাদুর কথা মনে করেছি, আর মনে মনে দু’জনকেই একটিমাত্র প্রশ্ন করেছি: ফ্র্যাংগা পরিবারের উত্তরাধিকার আগলে রাখতে আর তার নামকে এক প্রজন্মে বদলে দিতে তোমরা আমাকে একা ফেলে গেলে কেন?

আমার পুত্রবধূ শ্যারন কাঁদার জন্য তার কাঁধ এগিয়ে দিল। সে আমাকে সাব্বনা দিল, এ কথা জেনেই যে আমার সামনে যা পড়ে আছে তা সহজ কাজও নয়, জটিল কাজও নয়, প্রতিভার ঝলকও নয়, সৃজনশীলতার কোনো কীর্তিও নয়, বরং, সত্যি বলতে, এক অসম্ভব মিশন। আর এতদিনে আমি নিজেও সেটা বুঝে ফেলেছিলাম।

মনে হচ্ছিল, এটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ভার আমার ওপরই দেওয়া হয়েছে — শুরু করে আমার দাদুর জীবনের কষ্ট থেকে, যিনি চল্লিশ বছর খনিশ্রমিক ছিলেন, আর আমার বাবার জীবন থেকে, যিনি চল্লিশ বছর বিক্রেতা ছিলেন। আর আমি — আমি আমার পেশাজীবনের আঠারোটা বছর উৎসর্গ করেছিলাম এমন এক মাকে, যাঁর আমি চিরকাল গুণমুগ্ধ, যাঁকে চিরকাল সম্মান করেছি, আর যাঁর কাছ থেকে পেয়েছি একটা গোটা জীবন যত পাঠ দিতে পারে তার সবই: সেই সব পাঠ, যা আজ আমি যা তা হয়ে ওঠার জন্য দরকার ছিল, যদিও কাল আমি কী হব তার কোনো ধারণা আমার নেই।

তিনি মা GILLETTE।

তারপর আবার কাঁধে টের পেলাম সেই চেনা হাতটা, যে হাত আমাকে পথ দেখায় আর ঠেলে দেয় অকল্পনীয় সব কিছুর দিকে: ওয়েবসাইটে একটা অডিও রেকর্ডিং, তারপর প্রথম পরীক্ষাগুলো চালাতে দুটো, তারপর সিস্টেমটা টেকে কি না দেখতে পাঁচটা, তারপর দশটা, নানা ভাষায়, মানুষের সঙ্গে কথা বলার জন্য।

আর এ সব কেন?

আমেরিকা ছিল আমার বাড়ি, যদিও এই মুহূর্তে আমি এখনও কোনো নির্দিষ্ট গন্তব্য বেছে নিইনি। ফ্র্যাংগ ছিল দাদু ক্যাম্পের পরিবারের বাড়ি।

ভারত ছিল ব্র্যান্ডটির বিশ্বনেতার জন্মভূমি, তাঁর আগের অত জন আমেরিকানের পরে আসা এক পথিকৃৎ।

অন্যদিকে ব্রাজিল দিয়েছিল তার দেওয়ার মতো শ্রেষ্ঠ নারীটিকে, যিনি সাহায্য করেছেন পুরুষদের জন্য জন্ম নেওয়া ও পুরুষদেরই উৎসর্গ করা এক ব্র্যান্ডকে একশো তিরিশ বছরের ইতিহাসের পরে নারীদের এক সত্যিকারের স্বীকৃতিতে বদলে দিতে। শেষ পর্যন্ত কেনাকাটার সিদ্ধান্ত তো প্রায় সবসময় নারীরাই নেন, আর তাঁদের ছাড়া আজ এর কিছুই সম্ভব হত না।

আর সবশেষে ইতালি, তার ম্যাডোলাইন আর গিটার নিয়ে — ব্যালকনির নিচে, প্রেমিকদের ফরমায়েশে শোনানো সেরেনাদের সবচেয়ে প্রিয় বাদ্যযন্ত্র। আর সেই সব সেরেনাদের পরিচালক ছিলেন সবসময় সেই একই দু’জন: আমার বাবা আর আমার দাদু।

অবিস্মরণীয় ফ্রেগারা।

আমি তাঁদের ছবির দিকে তাকালাম আর কেঁদেই চললাম। ভাগিস একা ছিলাম, কারণ অতিথিরা সমুদ্রের ধারে গিয়েছিলেন।

তারপর এল দিনের চমক: যোগাযোগ পাতায় নিজের আট মিনিটের একটা ভিডিও বসানো, শব্দ ছাড়া।

কিন্তু এর মানে কী?

আমি বুঝে উঠতে পারিনি, আর হয়তো এফুনি বুঝবও না। কিন্তু আমি নিশ্চিত, পরে বুঝব, যেমনটা প্রায়ই ঘটে।

ইতিমধ্যে, বছরের পর বছর ডেস্কে আমাকে সঙ্গ দেওয়া YouTube-এর সংগীত আমি ছেড়ে দিয়েছি, আর আজ থেকে তার বদলে শুনছি আমার নিজের ওয়েবসাইটের সংগীত। তা অদ্ভুত রকম চেনা হয়ে উঠেছে, যেন চিরকাল তাকে চিনতাম, প্রায় যেন নিজেকে বোঝাতে চাইছি যে এ এক স্তবগান, তাঁদের উদ্দেশ্যে নিবেদিত যাঁরা আর এখানে নেই।

বিদায়, আমার বুড়োরা।

ফের্দিনান্দো